Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya
Assignment (Ans One)

Class:- M.A- 1st sem   Academic year: 2023-24

paper:- 104   Department:- Bengali (PG)

Sem:- B.S   Date:- 11.01.2024

Name:- Banani Bar

১) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু চরিত্র অবলম্বনে আলোচনা করো?

২) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ফুল্লরা অবলম্বনে আলোচনা করো?

৩) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মুরারী শীল চরিত্র অবলম্বনে আলোচনা করো?

৪) মুকুন্দ চক্রবর্তী সৃষ্টি ভাঁড়ু দত্ত সৃষ্টি চরিত্র অবলম্বনে আলোচনা করো?

২) ফুল্লরা চরিত্র:-

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি প্রধান ফুল্লরা। কবির স্বর্গ বিতাড়িত একটি চরিত্রের মধ্যেই মানবী রূপে অঙ্কন করেছেন, আত্মনিষ্ঠা, স্বপত্নী বিদ্বেষ তথা স্বামী প্রেমের নিঃস্বার্থ অধিকার, সম্মানজ্ঞান, লোকশঙ্কিতা এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিশীল, কর্মনিপুণা ও জীবনের নানাবিধ অভাবের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডের নায়িকা, আজুনকেতুর কন্যা, কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা, সুখ দুঃখের দোদুল্যমান জীবনে সে ভাস্বমান। সুধীজনদের মতে চরিত্র তার এই জীবনা পটিতে মাধুর্য, তাই তিনি বলেছেন—

"মানবমনের চিরায়ত স্বভাবে আত্মহননের আগে কেমন খুল্লনা ও লহনা বধূটি পাইতে চাহিয়া দেবগণ।—"

প্রাগাধুনিককালের খুল্লনার যেভাবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে মানিত হয়েছে তার অন্যান্য গুণাবলী –

এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে খুল্লনা।
যৌবনেতে রোচিতে তাল ভাঙ্গিবে দর্শনা॥
রূপেতে শক্তিতে তাল এ কন্যা ভাঙ্গে,
যত রূপ আইসে তারা কন্যাদের আখ্যানে॥

প্রকৃতিতে সে সরল নারী, কিন্তু সমাজজীবনের সুরুচির অত অন্ধকার তার সুখের। স্বামীর ভালোবাসাকে সে ভাগ করে নিতে রাজি নয়। তাই ছদ্মবেশী চণ্ডীদেব আশীর্বাদ প্রদান করেছে –

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার যে বিধাতা,
স্বামী যে পরম ধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা।

কিন্তু আশীর্বাদ উপদেশে যে তারপর সমস্যার সমাধান হবে না একথা উপলব্ধি করে খুল্লনা আশ্রয় ছেড়ে নেমে এসেছে সত্যের বাস্তবের রুক্ষভূমিতে —

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেমনি,
কোপে কৈলে বিষপান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতীনের বিধা হবে জ্ঞানী।

স্বামীর জীবনে নারীর আকাঙ্ক্ষায় খুল্লনার এই প্রতিবিম্ব, চিরন্তন এক নারীকে খুঁজে পাই আমরা, যে সেই দারিদ্র্য দুঃখময় স্বাধীন সংসার জীবনই ফিরে পেতে চায়, চলে যেতে চায় সুখের অন্তরালে আলো। তাই

বেচারিদের মনের যে কথাটি—

ফুলতার ঘর দেহ মোটা তিন হাত।

আঁঠো পাথরা আর ধান খুঁটা হাত॥

প্রকৃত পক্ষে কবি মুকুন্দ ফুল্লরার মধ্যে দিয়েই যেন আর্তপ্রা জীবনের জ্বালা মেলেছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ মানের মধ্যবিত্তদের প্রতি কষ্ট না ছিল বলেই প্রকৃত জীবনের অভাব অভিঘাতে, আঘাত-সংঘাতে চিত্রণ করেছেন তুলে ধরেছেন সমাজ বাস্তবতাকে। দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযুদ্ধে ক্ষুধা, দুঃখের অন্তরালে নিত্য দোদুল্যমান রমণীদের সীমা ঘরের ইত্যাদিতে পতিত কবির যে আন্তরিক প্রয়াস ছিল মুকুন্দরামের ফুল্লরা চরিত্রে তা স্বতন্ত্র আঙ্গিক নিয়ে দেখা দিয়েছে। ফুল্লরা চরিত্রটিও তাই কবির সমাজের আর্থসমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে।

Banani Bar